গার্সিয়া মার্কেসের কয়েকটি গল্পের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

ঈশ্বর রাজত্ব করেন স্বর্গে কেবল স্বর্গে রাজ্য তাঁর

আমাদের মাটিতে রাজত্ব করবে কলম্বিয়ার জনগণ।(১)
বিপ্লবী শহিদ কামিলো তোরেজের কবিতা থেকে।
১৯৪৮-৫৩ সময়কার রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পর্বে এক দল ডাকাত এক রক্ষণশীল, ধনী জমিদারের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। তার ফোরম্যান ও দুই ছেলেকে মেরে, কন্যাকে ধর্ষণ করেছিল। মালিক প্রায় উন্মাদ অবস্থায় জ্বলন্ত আসিয়েন্দার (প্লানটেশন) সামনে ঘুরতে ঘুরতে বার বার কেবল একটা কথা বিড়বিড় করে বলছিলেন "বেশ; বেশ?"

এই প্রশ্নের অবজ্ঞাপূর্ণ উত্তর ছিল; "কারণ আপনি ধনী আর সাদা চামড়ার মানুষ।" (২)

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, এই বিশ্ববিখ্যাত নামটির সঙ্গে যাদু-বাস্তববাদ কথাটি জড়িত। যাদু যেমন আছে, তেমনটা আছে বাস্তব। আর মার্কেসের দেশ কলম্বিয়াকে, সাধারণভাবে ল্যাটিন আমেরিকাকে রাজনীতি ছাড়া বোঝা অসম্ভব। মার্কেসের গল্পে, ছোটগল্পে বা বড় গল্পে, নভেলেটে এই রাজনীতি প্রতিফলিত হয়েছে। কখনো যাদুর আবরণ দিয়ে, কখনো সরাসরি বাস্তববাদের মাধ্যমে। এই জাতীয় রাজনৈতিক কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হলে দেখতে হবে কলম্বিয়ার ইতিহাস। সেই রক্তে রঙীন, দারিদ্র্যে অবনত অথচ প্রাণশক্তিতে, প্রতিরোধে উজ্জ্বল দেশের কথা। আর জানতে হবে রাজনীতির সঙ্গে মার্কেসের আজীবন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধকে।

কনকিস্তাদোর (আমেরিকা বিজয়ী স্প্যানিশবীরদের এই নামে অভিহিত করা হত। অন্য ভাবে বলতে গেলে ডাকাতের সর্দারও বলা চলে) হিমেনেসদ্য কাসেদা বার হয়েছিলেন এলদোরাদোর সন্ধানে। এলদোরাদো সোনার দেশ, স্বপ্নের দেশ। সব পেয়েছির দেশ। যে যুগে লোকে বিশ্বাস করত, সদ্য খুঁজে পাওয়া এই বিরাট মহাদেশ আমেরিকার কোনো এক প্রান্তে এলদোরাদো লুকিয়ে আছে। অনেকে তার খোঁজে বেরিয়েছিল। কেউ পায়নি। কাসেদাও নয়। তার বদলে তিনি "আবিষ্কার" করলেন সেই অঞ্চল, যা পরে কলম্বিয়া নামে পরিচিত। সেখানে তখন চিবচা জাতির ইন্ডিয়ানদের বসতি। অজাত বা ইপকা সাম্রাজ্যের তুল্য তেমন কিছু অবশ্য নেই। ক্রমে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে কলম্বিয়া আত্মপ্রকাশ করল। গড়ে উঠল সান্তা ফে দ্য বগোতা কার্তাহেনা প্রমুখ সহর।

প্রায় তিনশ বছর স্প্যানিশ শাসনের পর ল্যাটিন আমেরিকা বিদ্রোহ করল। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন সাইমন বলিভার। আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে তিনি পাঁচটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন; ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পে, ইকুয়াদোর, বলিভিয়া। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পাঁচটি রাষ্ট্র মিলে এক ফেডারেশন সৃষ্টি করা। তা হয়নি। ১৮৯১ সালে বলিভার বিজয় গৌরবে কলম্বিয়ার রাজধানী বগোতায় পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী শিবিরে নেমে এল অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতার ছায়া নেমে এল। এগারো বছর পর কলম্বিয়ারই সান্তা মার্তায় ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় বীর শেষ নিশ্বাস ফেললেন। নিঃসঙ্গ, হতাশ বলিভারের অন্তিম দিনগুলির বর্ণনা আছে মার্কেসের এক উপন্যাসে। 'তাঁর গোলক ধাঁধায় সেনাপতি।" কিন্তু বলিভারের স্বপ্ন, ঐতিহ্য মুছে যায়নি।

স্প্যানিশ শাসন থেকে মুক্ত হলেও জনগণ সত্যিকারের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করল না। ক্ষমতা দখল করল এক অলিগার্কি। কলম্বিয়াতে দু'টি প্রধান দল জন্ম নিল। সেন্ট্রালিস্ট আর ফেদারেলিস্ট। প্রথম দল দাবি করত, তারা স্বয়ং বলিভারের অনুগামী। অন্য দল আর এক নেতা, ফ্রানসিস্কো পাওলো দ্য সানতান্দরের আত্মিক উত্তরাধিকারী। সেন্ট্রালিস্টরা ক্রমে রক্ষণশীল ও ফেদারিলিস্টরা লিবারাল দলে রূপান্তরিত হল। রক্ষণশীলরা অধিকাংশ ছিল রাঙ্ক মালিকদের প্রতিনিধি। তারা চাইত কেন্দ্রীভূত শাসন। ক্যাথলিক গির্জার অপ্রতিহত ক্ষমতা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ Protection ism)। লিবারালদের সামাজিক ভিত্তি সহরের ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাদের কাম্য ছিল কিছুটা ঢিলেঢালা শাসন ব্যবস্থা, গির্জার নাগপাশথেকে অন্তত আংশিক মুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য। ১৮৬২র সংবিধান অনুযায়ী লিবারালদের দিকেই পাল্লা ভারি হয়। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট রাফায়েল নূনেজ সংবিধানে যে মৌলিক পরিবর্তন আনলেন, লিবারালরা অনেকে তা মেনে নিতে পারল না। দল ভাগ হয়ে গেল Radical ও Independent দের মধ্যে। Independent আর রক্ষণশীলরা প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করল। বছর খানেক পর গৃহযুদ্ধ থামলেও ১৮৯৯ সালে ফের শু হল। ১৮৯৯-১৯০২র গৃহযুদ্ধর নাম দেওয়া হয় 'হাজার দিনের যুদ্ধ'। লিবারালদের কিংবদন্তিপ্রতিম সেনানায়ক উরিবে। ছত্রিশটি যুদ্ধের বীর নায়ক উরিবে। মার্কেসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত উপন্যাসে এসেছেন অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া নামক চরিত্র রূপে। মার্কেসের অন্য কিছু গল্প উপন্যাসেও বুয়েন্দিয়ার উল্লেখ আছে। ১৯০২ সালে নিয়ারলান্দিয়া চুক্তির মাধ্যমে হাজার দিনের যুদ্ধের অবসান ঘটল।

তারাপর আরো অনেক কিছু। কলম্বিয়া যাকে "বানানা রিপাবলিক" বলে, ঠিক তা ছিল না। সেখানকার প্রধান কৃষিপণ্য কফি। তবে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা

United Fruit Company, Colombia Cand Company Borton Fruit Company.) মিলে যার সৃষ্টি, কলম্বিয়াকে ''বানানা রিপাবলিকে''রূপান্তরিত করতে অগ্রসর হয়েছিল।১৯৮২ সালে কল প্লান্টেশনের শ্রমিকেরা ন্যূনতম কিছু দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। এই ঘটনার উল্লেখ আছে ''শত বর্ষের নিঃসঙ্গতা'' উপন্যাসে। ১৯৩০ পর্যন্ত রক্ষণশীলরা প্রায় টানা দেশ শাসন করেছিল। ঐ বছর থেকে ১৯৪৬ অবধি ক্ষমতার রাশ চলে যায় লিবারালদের হাতে।' ৪৬এ লিবারাল দল দু'ভাগ হয়ে যায়। দলের বাম আদর্শের জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান নেতা হোর্হে এলিসিয়ার গাইতার র‍্যাডিকাল ও জনদরদি পথে দলকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ১৯৪৮ সালে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্শাল বগোতায় এসে উপস্থিত হন। তিনি তখন ইউরোপে সুবিদিত মার্শল পরিকল্পনা চালু করে ফিরছেন। পশ্চিম ইউরোপ যাতে লৌহ যবনিকার দেশদের অনুসরণ করে কম্যুনিস্ট না বনে যায় ত ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমত আর্থিক বদান্যতা দেখিয়েছিল। ল্যাটিন আমেরিকা যে তেমন কিছু এই মুহূর্তে আশা করতে পারে না, সে কথা তিনি গোপন করেননি। তা বলে ঐ আধা মহাদেশের ঠান্ডা যুদ্ধে কম্যুনিস্ট বিরোধী জেহাদে পিছিয়ে থাকলেচলবে না। এই সময় গাইতান খবরের কাগজেরঅফিসে ঢোকার মুখে নিহত হন। তাঁর হত্যাকারীকে রাস্তার মানুষ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তার কি উদ্দেশ্য ছিল, তার পেছনে কে বা কারা ছিল, তা জানার আর উপায় রইল না। তণ মার্কেস তখন বগোতার জাতীয় বিবিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন।

গাইতানের মৃত্যুর পর, রাজধানীতে কয়েক দিন ধরে তান্ডব চলল। ইতিহাসে এই ঘটনা ''বগোতাজা'' নামে খ্যাত। মার্শাল বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করল, এর জন্য কম্যুনিস্টরা দায়ি। কলম্বিয়ান সরকার তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। বস্তুত ''বগোতাজা''র ব্যাপারে কম্যুনিস্ট হস্তক্ষেপের কোনো প্রম াণই নেই। যত দূর বোঝা যায়, নগরের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ প্রকাশের সঙ্গে মিশেছিল সাধারণ অপরাধীদের লুটতরাজ। ১৯৪৬ সাল থেকেই দেশে ফের গৃহযুদ্ধ বা বিক্ষিপ্ত হিংসা চলছিল। গাইতানের মৃত্যুর পর তা চরমে উঠলো। কলম্বিয়ার ইতিহাসে ১৯৪৬-৫৩ কে, আরো বেশি করে ১৯৪৮-৫৩ কে, অভিহিত করা হয় tiempo de violencia, হিংসার যুগ নামে।' ৫৩ সালে সেনাপতি গুস্তাভ রোহাস পিনিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা করলেন। তাঁর আমলে হিংসা অদৃশ্য না হক, কিছু পরিমাণে সীমিত ও সংযত হল। কয়েক বছর পর রক্ষণশীল ও লিবারালরা হাত মিলিয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটালো। এদিকে সমান্তরাল ভাবে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে নানা স্থানে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল। কয়েকটি 'স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র'' দেখা দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কিউবান বিপ্লবের দণ ল্যাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক মানচিত্র অনেকটাই বদলে গেলো। ''মুক্ত দুনিয়া''র নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝল, নিজের দেশের দোরগোড়ায় কম্যুনিজম ঠেকাতে লাঠির সঙ্গে চাই গাজর। ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনার ছাঁচে আমেরকিায় চালু হল Alliance for Progress। কমম্ বয়াকে তুলে ধরা হল পরিকল্পনার ''শোপিস'' রূপে। কিছু নজর কাড়া প্রজেক্ট সত্ত্বেও কাজের কাজ বিশেষ কিছু হল না। যা সব চেয়ে বেশি দরকার ছিল ভূমি সংস্ক ার তা মার্কিন বা দেশি কর্তাব্যক্তিদের চিন্তার মধ্যে ছিল না। বড় জোর বলা হয়েছিল, মালিকরা যে অতিরিক্ত জমি ভাল ভাবে ব্যবহার করত পারছে না সেইটুকু গরিব চাষি বা সমবায়দের মধ্যে বিলি করা হবে। এতেও অলিগার্কির আপত্তি ছিল। আর মার্কিন সরকারের কথা বলাই বাহুল্য। ১৯৫৪ সালে ওয়াশিংটন গুয়াতেম ালার এক অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সরকারেরপতন ঘটিয়েছিল। তাদের ভূমি সংস্কার United Fruits এর স্বার্থে আঘাত দিয়েছিল বলে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত সত্যিই চেয়েছিল যে কলম্বিয়া তথা ল্যাতিন আমেরিকায় একটি স্বাধীন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠুক। কারণ এটাকেই মনে করা হত কম্যুনিজমকে প্রতিহত কর ার সেরা উপায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এহেন পরিকল্পনা '' নেটিভ'' অলিগার্কি ও কলম্বিয়াতে ঘাঁটি গেড়ে বসা মার্কিন পুঁজির পছন্দ হয়নি।

চল্লিশের দশক থেকে আজ অবধি কলম্বিয়াতে ছড়ানো ছিটানো ভাবে গেরিলা যুদ্ধ চলেছে। বেশ কিছু মুক্তি বাহিনীর উত্থান পতন ঘটেছে। কেউ মস্কোপন্থী, কেউ ম াওবাদী, কেউ বা কিউবার কাছাকাছি। এর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত, কামিলো তোরেজের বিদ্রোহ। তোরেজ ছিলেন এক প্রগতিশীল ধর্মযাজক ও দেশের অগ্রণী সমাজতত্ত্ব বিদ। তিনি সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সব বাম দলকে নিয়ে (অন্যান্য অনেক দেশের মত কলম্বিয়াতেও বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্য এক চিরন্তন সমস্যা) এক সঙ্গে এসে যুক্তফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। খুব সফল হতে পারেননি। তারপর এক গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ল্যাতিন আমেরিকান বিপ্লবী শহিদ নেতাদের মধ্যে তিনি চে গেভারার মতই স্মরণীয় ''আইকনে'' রূপান্তরিত হয়েছেন। লিবারেশন থিওলজি, প্রগতিশীল খৃষ্টান ধর্ম ও মার্কসবাদের মধ্যে মেলবন্ধনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। মার্কেস ও কামিলো তোরেজ জাতীয় বিবিদ্যালয়ে সহপাঠি ছিলেন। ম ার্কেসের প্রথম সন্তানকে তোরেজ ধর্মযাজক হিসাবে ব্যাপটাইজ করেছিলেন।

ষাটের দশকের কলম্বিয়া সম্বন্ধেএক মার্কিন পর্যবেক্ষকের মন্তব্য এই রকম ঃ

কলম্বিয়া দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাপেক্ষা ধনী দেশের একটি। সেখানেই Alliance for Prgress সব চেয়ে কার্যকরী হয়েছে। তবু বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২.৯ শতাংশ) বার্ষিক মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) বৃদ্ধির হারের (২.৫ শতাংশ) তুলনায় বেশি। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প ার্থক্য বিশাল। জমির মালিকদের ৩.৫ শতাংশ সমগ্র জমির ৬৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ৩২০ জন ব্যক্তি সমস্ত পুঁজির ৫৬ শতাংশের মালিক। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ টাকা ভিত্তিক অর্থনীতির (Money economy)বাইরে। তারা ঘন্টার পর ঘন্টার বিনিময়ে সামান্য মজুরি হিসাবে নিম্ন ক্যালোরির খাবার পায়। হিংসার ছড়াছড়ি সর্বত্র। প্রতি সপ্তাহে ত্রিশ জনের বেশি কলম্বিয়ান নিহত হয়। সরকার অনেক কড়াকড়ি ও বহু সময় নিষ্ঠুর বাড়াবাড়ি করেও এই প্রবণতা থামাতে পারেনি। কোথাও কোথাও হিংসার মতাদর্শগত ভিত্তি আছে। বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত ''মানা নেগ্রা'' কালোহাত নামক এক সংস্থা বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্ল্যাকমেলের মাধ্যমে প্রেসের স্বাধীনতা খর্ব করে। জাতীয় স্তরে দুর্নীতি রোহাস আমলের সমান...(৩)

আজকে কলম্বিয়ার অবস্থা কেমন? জন সংখ্যার ৮০ শতাংশ দারিদ্র্য রেখার নিচে বাসকরে। বেকারির হার ২০ শতাংশ। কফি, আমরা দেখেছি, কলম্বিয়ার এক প্রধান পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দাম পড়ে যাওয়ায় অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়েছে। একমাত্র ''সূর্যোদয় শিল্প'' বলতে ড্রাগের চোরাচালান। কলম্বিয়ার কালি নামক সহর ভিত্তিক কালি ড্রাগ কার্টেল সারা বিশ্ব বিখ্যাত বা কুখ্যাত। ড্রাগ মাফিয়া খেলার জগতেও ঢুকেছে, বাজিধরা ও ম্যাচ গড়াপেটার মাধ্যমে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় এক কলম্বিয়ান ফুটবল খেলোয়াড়ের মাফিয়ার হাতে মৃত্যু, এই অশুভ দিকটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল।

বর্তমানে দু'টি গেরিলা বাহিনী লড়ছে। প্রেসিডেন্ট এডেন পাস্তানা গেরিলাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সম্ভবত মার্কিন চাপে তিনি শা

ন্তির পথ ছেড়ে সামগ্রিক সংঘর্ষ বেছে নিয়েছেন। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগ বিরোধী অভিযানের নামে কলম্বিয়ান সরকারকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। পরামর্শদাতা পাঠিয়েছে। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ স্থির করেছেন, সরাসরি গেরিলা বিরোধী অভিযানে কলম্বিয়ার মাটিতে সেনাবাহিনী নাম াবেন। কবে, কখন ব্যাপারট

া ঘটবে আর তার পরিণতি কি রকম হবে, সেটাই দেখার বিষয়। এদিকে সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর দাপট চলছে। হিংসা ও হানাহানির ক্ষেত্রে কলম্বিয়া এই দুঃখময় পৃথিবীতেও রেকর্ড সৃষ্টি করেচে। মনে করা হয়, হাজার দিনের যুদ্ধে সিকি মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। অথচ তখন দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা ছিল চার মিলিয়নের কম। চল্লিশ/পঞ্চাশের দশকে তথাকথিত হিংসার সময়কালে (tiempo de violencia) কত লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক হিসেব নেই। তবে তিন চার লাখের কম কোনো মতেই নয়। ষাটের দশকে, আমরা দেখেছি, প্রতি সপ্তাহে গড়ে গোটা ত্রিশেক খুন হত। দেশের জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সত্যিই বিস্ময়কর। তাছাড়া ছয় দশকের উপর গেরিলা যুদ্ধ। সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক গুন্ডা বাহিনীর চন্ডনীতি, ড্রাগ মাফিয়ার নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি কত অমূল্য জীবন নিয়েছে তা জানার উপায় নেই।

আর একটা ঘটনার কথা না বললে কলম্বিয়ার ইতিহাস বা মার্কেসের সাহিত্যে তার তাৎপর্য হয়ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পপেয়ান কলোনিয়াল আমলের এক ছোট মফস্বল সহর। ষাটের দশকের এক প্রেসিডেন্টের জন্মস্থান। সহরের বাসিন্দারা দাবি করে, সেখানে নাকি ডন কিহোতের কবর আছে। যদিও ঐ বিমর্ষ বদন নাইট অ াদৌ ঐতিহাসিক চরিত্র নন। সার্ভান্তেজের অমর কাহিনীর নায়ক। অন্তত ডন কিহোতের আত্মা যে ঐ সহরে বা গোটা দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, তা প্রাতীত।

কলম্বিয়ার এই ইতিহাস কি মার্কেসের কোনো যাদু বাস্তববাদী, ম্যাজিক রিয়ালিজমের উপন্যাসের তুল্য নয়? যাদু অবশ্য অনেকটাই শয়তানের কালো যাদু।

যে পরিবেশে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস মানুষ হয়েছিলেন, তা নিশ্চয় তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল। তার জন্ম হয়েছিল কলম্বিয়ার ক্যারিবিয়ান উপকূলে। আরাকাতাকা নামে এক ছোট সহরে। তাঁর প্রথম আট বছর মামাবাড়িতে কেটেছিল। মার্কেসের বক্তব্য, এই আট বছরেই তিনি যা শেখার শিখে ফেলেছিলেন। সেই পুরানো আমলের বিরাট অট্টালিকায় জীবিত ও মৃত, অতীত ও ভবিষ্যৎ, মিথ ও ইতিহাস পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করত। মার্কেস লিখেছেন, এত ভূতের গল্প সেখানে প্রচলিত ছিল, যে লোকে সন্ধ্যা ছ'টার পর ঘরের বাইরে যেতে ভয় পেত। আবার রাজনীতির স্মৃতিও ঘোরাফেরা করত। মার্কেসের দাদামশাই হাজার দিনের যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন লিবরাল দলের পক্ষে। তাঁর কাছে শিশু গাব্রিয়েল শুনেছিলেন জেলারেল উরিবের কথা। যে প্রবাদ প্রতিম উবিবের কা হিনী, আমরা দেখেছি, উপন্যাসের অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার উৎস। সিয়েনাগায় কলা প্লান্টেশনের শ্রমিকদের আন্দোলন। হাজার জনের গুলিতে মৃত্যু। এ সবও শিশুর মানসপটে ছায়া ফেলেছিল। ছায়া ফেলেছে "একশ বছরের নিঃসঙ্গতা" উপন্যাসেও।

জেসুইট সেমিনারিতে স্কুল শিক্ষা শেষ করে মার্কেস বগোতার জাতীয় বিবিদ্যালয়ে যোগ দিলেন আইনের ছাত্ররূপে। পরবর্তী কালের বিপ্লবী ধর্মযাজক তোরেজের সঙ্গে এ সময় তাঁর পরিচয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। তণ ফিদেল কাস্ত্রো এই ত্রান্তিকালে কলম্বিয়াতে ছিলেন। তবে যত দূর জানা যায়, তখন মার্কেসের সঙ্গে তঁ ার পরিচয় হয়নি। গাইতান হত্যা ও পরবর্তী তান্ডবের পর জাতীয় বিবিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। মার্কেস উপকূলে ফিরে এসে নাম লেখালেন কার্তাহেনা বিবিদ্যালয়ে। এই পরিবর্তনে তিনি খুব অখুশি হননি। কারণ সংস্কৃতির কেন্দ্র, ল্যাটিন আমেরিকার অ্যাথেন্স নামে গর্বিত বগোতা তাঁকে খুব একটা আকর্ষণ করতে প ারেনি। রাজধানীকে তণ মার্কেসের মনে হয়েছিল সুদূর আর শীতল।

যাই হোক, সব মিলিয়ে বছর তিনেক আইন পড়ার পর মার্কেস বুঝলেন, এ পথ তাঁর নয়। তিনি সাহিত্য চর্চাকে জীবনের ব্রত আর সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিলেন। El Espectador নামক কাগজের প্রতিনিধি হয়ে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ইউরোপ গেলেন। ইতিমধ্যে লেখক হিসাবেতিনি প্রতিষ্ঠা লাভ শু করেছেন। তিনি ইউরোপে থাকার কালে সরকার বিরোধিতার জন্য El Espectador বন্ধ করে দেওয়া হল। ইউরোপ ভ্রমণের মধ্যে মার্কেস লৌহ যবনিকা পার হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন, হাঙ্গারি, পোল্যান্ড পূর্ব জার্মানি দেখেএসেছিলেন। সব কিছু দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। তবে সমাজতন্ত্রই যে ল্যাতিন আমেরিকা তথা বিবের ভবিষ্যৎ, এ বিাসে অবিচল রইলেন। আরো অনেক ল্যাতিন অ ামেরিকানদের মত তিনি কিউবার বিপ্লবে উদ্বেলিত হলেন। কিছু দিন Prensa Latina নামক কিউবান নিউজ এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে অবশ্য অভ্যন্তরীণ গোলমালের জন্য ছেড়ে দিতে হল।

মার্কেস অন্তত সত্তর ও আশির দশকের কিছু সময় কলম্বিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও চাঁদা দিতেন। তবে ভেনেজুয়েলার কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর স ম্পর্ক ছিল বেশি। এ ব্যাপারে কেউ কেউ তাঁর তুলনা করেছেন সার্ত্রের সাথে। সার্ত্রে স্বদেশের কম্যুনিস্টদের তুলনায় ইটালির কম্যুনিস্টদের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৮১ সালে মার্কেস গ্রেপ্তারের ভয়ে কিছু দিন দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন। কলম্বিয়ান সরকার অবশ্য এমন কোনো পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেছিলেন।

যে পেট্রিয়ার্কদের হেমন্ত মার্কেস বর্ণনা করেছিলেন, তাদের বিদ্ধে তিনি সর্বদা সরব ছিলেন। ১৯৭৩ সালে চিলিতে মার্কিন নির্দেশে সামরিক অভ্যুত্থানে প্রগতিশীল আইয়েন্দে সরকারের রক্তাক্ত পতনের সময় মার্কেস নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। ল্যাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত মানবাধিকার ট্রাইবুনালে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মার্কেস একজন প্রতিবাদী লেখক যাকে ছকের মধ্যে ফেলা যায় না।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কেসের রাজনৈতিক গল্প-সমগ্রকে আমরা কি ভাবে বিচার করব? মজা এই, যা রাজনীতি বিষয়ক নায়, আবার গল্পও নয় তা কখনোবা অবস্থা গতিকে রাজনৈতিক গল্পে রূপান্তরিত হয়। ধরা যাক, মার্কেসের "সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাহিনী।" গোড়ায় এটাকে বলা যেত সাংবাদিকতা ও সা হিত্যের মাঝামাঝি কিছু। যাকে বলে Creative Journalism / Journalistic fiction । ব্যাপারটা এই রকম, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে "কালদ াজ" নামে এক কলম্বিয়ান জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। নাবিকদের মধ্যে মাত্র ভেলাসকো নামে একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল। তখন মার্কেস এর সাথে যুক্ত। তিনি ঐ পত্রিকায় এই লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তুলে ধরলেন জলে ভেসে থাকা ভেলাসকোর দৈনন্দিন বা প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। কাহিনী বাস্তব

ভিত্তিক হলেও তাকে নিজের কল্পনা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন মার্কেস। তারপর জানা গেল, "কালদাজ" সরকারি জাহাজ হলেও চোরই কারবার (Contraband) এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। ডুবে ছিল ঝড়ে নয়, অতিরিক্ত নিষিদ্ধ মালের ভারে। আর এই বে-নিয়ম নিশ্চয় সম্ভব হয়ে ছিল উচ্চস্তরের নেতা ও অ ামলাদের প্রশ্রয়ে ও যোগসাজসে। কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর খুব হৈ চৈ হল। এরপর El Espectador বন্ধ করে দেওয়া হল। ১৯৭০-এ মার্কেস যখন এই কাহিনী নতুন করে লিখলেন তখন তার মধ্যে এসেছে রাজনৈতিক তাৎপর্য।

Tiempo de violencia, চল্লিশ/পঞ্চাশের দশকের হিংসার স্রোত নিয়ে অনেকেই গল্প উপন্যাস লিখেছেন। লেখাই স্বাভাবিক। মার্কেসের প্রজন্মের কলম্ বয়ানদের কাছে এ ছিল এক অবিস্মরণীয় বুক কাঁপানো অভিজ্ঞতা। যেমন ইউরোপীয়ান সাহিত্যে দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এড়ায়নি। বাংলা সাহিত্য অনিবার্য ভাবে বহন করেছে মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশ ভাগের ছাপ। তবে হিংসার যুগ সংক্রান্ত বেশির ভাগ ফিকশনে ছিল ডকুমেন্টারি দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মর্মান্তিক কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব া স্মৃতি। মার্কেস ঠিক এভাবে বিষয়টি নিয়ে লেখেন নি। লিখতে চান নি। তার দু'টি কারণ তিনি পরে বলেছেন। প্রথমত ও ব্যাপারে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। আমরা দেখেছি, যখন গাইতান হত্যার পর হিংসা চরমে উঠল, তখন তরুণ মার্কেস রাজধানীতে ছিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে। গোলমালের দরুণ বিশ্ববিদ্য ালয় বন্ধ হওয়ার তিনি ক্যারিবিয়ান উপকূলে ফিরে আসেন। সেখানে হয়ত হিংসার প্রকোপ ততখানি ছিল না। প্রশ্ন জাগে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া কি লেখক কোনো বিষয় কলম ধরতে পারেন না? বিশেষত মার্কেসের মত লেখক? কলম্বিয়ান আর সব লেখক কি নিজেদের চোখে হানাহানি দেখেছিলেন? বরঞ্চ মার্কেসের দ্বিতীয় কারণ অধিক গ্রহণযোগ্য। রক্তপাতের বহিরঙ্গ, ক'জন কি ভাবে খুন হল নয়। লেখকের অনুসন্ধানের বস্তু হওয়া উচিত বিপর্যয়ের মূল।

মার্কেস নিজে হিংসার সময় নিয়ে লিখেছেন, তার মধ্যে দু'টি ছোটগল্পে এই রকম সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ ঢঙে রচিত। বিখ্যাত নভেলেট বা বড় গল্প "কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'র রূপরেখা ধরা যাক। কর্নেল (এ ভাবেই তিনি পরিচিত, গল্পে কোথাও তাঁর আসল নাম জানানো হয়নি।) হাজার দিনের যুদ্ধে লিবারালদেরপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। যদিও যুদ্ধে লিবারালদের পরাজয় ঘটেছিল। তবু নিয়ারলান্দিরা শান্তি চুক্তি অনুসারে পরাজিত দলের সৈন্য ও অফিসাররাও পেনশনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। গল্পের সময় স্পষ্ট ভাবে না বলা হলেও মনে হয়, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। যখন হিংসার প্রকোপ কিছুটা থিতিয়ে এসেছিল। কর্নেল আধা শতাব্দীর উপর পেনশনের জন্য প্রতীক্ষা ছাড়া আর কি করেছেন তা বলা হয়নি। তবে বর্তমানে তিনি প্রায় আক্ষরিক অর্থে নিঃস্ব। তাঁর ও বৃদ্ধা স্ত্রীর খাবার জোটে ন া। এই নিঃসঙ্গ দম্পতির একমাত্র সন্তান আগুস্তিন নিষিদ্ধ প্যামফ্লেট বিলি করতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। গল্পে কর্নেল একবার তার পুত্রের হত্যাকারীর সঙ্গে মুখোমুখি হলেন। এটা এক নাটকীয় মুহূর্ত হতে পারত। প্রত্যাশিত ছিল প্রতিশোধ, অসহায় ক্ষোভ বা মহান মার্জনা। কিন্তু কোনো কিছুই হল না। কর্নেলের মনে বিশেষ আলোড়নেরও প্রমাণ নেই। হিংসার সময়ে যেন এমনটা গতানুগতিক ব্যাপার।

এদিকে কর্নেলের দিন চলা ভার। তিনি প্রতি শুক্রবার আশা করেন, তাঁর পেনশন সংক্রান্ত চিঠি মানি অর্ডার আসবে। কিন্তু পিওন শুধু সংক্ষেপে জানায় El Colenel no tiene que lo escrite. কর্নেলকে কেউ চিঠি, লেখে না। কর্নেলের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বলতে আছে কেবল একটি প্রথম শ্রেণীর চমৎকার, লড়ুয়ে মোরগ। মৃত আগুস্তিনের উত্তরাধিকার। কর্নেলের স্ত্রী চান ওটা দন সাবাসকে বেঁচে দেওয়া হক। সেই টাকায় বুড়ো বুড়ির অন্তত ক'দিন সংসার চলবে। কিন্তু আগুস্তিনের বন্ধুরা তা করতে দেয় না। তারাই বরং মোরগের খোরপোষের ভার নেয়। মোরগটি যেন কর্নেলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বৃহত্তর কিছুর প্রতীক। মার্কেস নাকি প্রথমে পরিকল্পনা করে ছিলেন কর্নেল মোরগটিকে জবাই করে ঝোল বানিয়ে খাবেন। কিন্তু গল্পে শেষপর্যন্ত মোরগ এক লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করল। কর্নেল স্থির করলেন, ওকে বেচা হবে না। এখানেই কাহিনী শেষ।

কর্নেল আশা করে থাকেন, পেনশন আসবেই, কারণ এটা তাঁর হকেরপাওনা। এই আশাবাদ কি ইতিবাচক? শেষ পর্য্যন্ত হার না মানার চিহ্ন? না নিছক মূঢ়তা, স্ব প্নের মোহে? কি ভাবে আমরা এটা বিচার করব, তার উপর গল্পের ব্যাখ্যা অনেকখানি নির্ভর করে। মোরগটি যে এক ধরনের প্রতীক, সে বিষয়ে সব মার্কেস সম ালোচকেরা এক মত। তবে প্রতীকটি কিসের, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যদি মার্কেস, তাঁর গোড়ার পরিকল্পনা অনুসরণ করতেন, অর্থাৎ কার্নেল মোরগটা জবাই করে দু'বেলা সস্ত্রীক পেট ভরাতেন, তাহলে ব্যাপারটা পরিণত হত নিছক তিক্ত আয়রনিতে। সব কিছুর অর্থহীনতায়। আর যদি দন সাবাসকে বিক্রি করতে কর্নেল রাজি হতেন তাহলে আয়রনি হত আরো তীব্র। সাবাস একদা লিবারাল দলে ছিলেন। কিন্তু পরে রক্ষণশীলদের আস্থা অর্জন করে ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়েছেন। কি ভ াবে? সেকথা এ গল্পে না বলা হলেও মার্কেসের অন্য এক রচনায় ধরা আছে। বালজাক, জোলা, ফকনার প্রমুখের মত, মার্কেসের অনেক রচনায় একই চরিত্ররা ঘুরে ফিরে আসে বা তাদের উল্লেখ থাকে। সাবাস বিদ্রোহীদের নামের এক তালিকা সরকার পক্ষকে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সবই অর্থমূল্যে বিচার্য।

মোরগের লড়াই ব্যাপারটাকেই বা আমরা কি ভাবে নেব? এটা কি কর্নেল বা আগুস্তিনের প্রতিবাদের প্রতীক? না হিংসার যুগের মত অর্থহীন হিংস্রতা? অন্য দিক দিয়ে গল্পের পটভূমিকা, আমরা দেখেছি, সম্ভবত হিংসার যুগের ঠিক পরবর্তী পর্ব। রাষ্ট্রিয় নিপীড়ন তখন এক রকম একঘেয়ে, দৈনন্দিন টিনে রূপান্তরিত হয়েছে। সহরের উপর চেপে বসেছে প্রথম এক দশকের নেতিবাচক ইতিহাসের প্রভাব। পরাজিত কর্নেল ও তাঁর নিহত পুত্র রাজনীতির শিকার। আরো একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, "সিরিয়ান" ব্যবসায়ীদের বিষয় উল্লেখ। তুর্কি অত্যাচার থেকে পালিয়ে কিছু মধ্য-প্রাচ্যের মানুষ কলম্বিয়াও ল্যাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেখে আশ্রয় নিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তাদের সাধারণভাবে গরিবদের সঙ্গে কাজ কারবার করা ব্যবসায়ী মনে করা হত। কর্নেল পত্নীর কথা থেকে তা বোঝা যায়।

কাহিনীতে দেশের রাজনীতির উলটো-পাল্টা প্রকৃতিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্নেল প্রায় সর্বত্র একজন সম্মানিত সামরিক অফিসার। এমন কি সামরিক পরাজয় বা অবসর গ্রহণের পরেও তেমন ব্যক্তির সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটা ন্যূনতম গ্যারান্টিও থাকে। কিন্তু কলম্বিয়াতে রাষ্ট্রিয় বাহিনীর পাশাপাশি যে সব বেসরকারি, আধা সরকারি সেনা বাহিনী গৃহযুদ্ধের উর্বর মাটিতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন।

"কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না" পড়ে মনে হয় অ্যাফ্রি আমেরিকান লেখক রিচার্ড রাইটের আত্মজীবনীর কথা। বালক গাব্রিয়েলের মত বালক রিচার্ড মামা বা ড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। রিচার্ডের দাদামশাই মার্কিন-গৃহযুদ্ধে দাসপ্রথা বিরোধী উত্তরের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। তাঁর প্রাপ্য পেনশন-এক্ষেত্রে বিজয়ী দলের তরফ থেকে, বহু বছর অপেক্ষা করেও পান নি। বালক রিচার্ড দাদামশাইয়ের হয়ে বার বার অবেদনপত্র পাঠাতেন। আশা করে থাকতেন, পেনশন এলে পরিবারের দীন দশা শেষহবে। কত কি কেনাকাটা করা যাবে। কিন্তু গল্পে কর্নেলের পেনশনের মত বাস্তব জীবনের রাইটের দাদামশাইয়ের পেনশন কখনো পাওয়া যায়নি।

বস্তুত দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে মার্কিন 'ডীপ সাউথে'র মিল আছে। 'ডীপ সাউথে'র অন্যতম সাহিত্যিক ফকনার মার্কেসের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা সুবিদিত। এই প্রভাব আরো চোখে পড়ে একটি গল্পে ঃ "নাবো নামের কালো মানুষটি দেবদূতদের প্রতীক্ষায় রেখেছিল।" নাবো এক কৃষ্ণাঙ্গ বালক ভৃত্য। কার বাড়িতে সে কাজ করে? নিশ্চয় কোনো ধনী শ্বেতাঙ্গ পরিবারের। তার কাজ বলতে ঘোড়ার পরিচর্যা আর একটি মানসিক ভাবে অসুস্থ মেয়েকে বাজনা শোনানো। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে নাবোর মস্তিষ্ক বিকৃত হল। তাকে পনেরো বছর একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। দরজার নিচ দিয়ে কেবল খাবার দেওয়া হত। পনেরো বছর পর দরজা ভেঙে যখন নাবো বেরিয়ে, এল, সে তখন পূর্ণ বয়স্ক জোয়ান। গায়ে অসুরের মত শক্তি। যেন মাটি খুঁড়ে পুরো বাড়ি উপড়ে তুলবে, ভেঙে ফেলবে। মেয়েটিও তার নামই বলছে, কারণ সে অন্য কোনো কথা জানেই না। "নাবো" ঠিক রাজনৈতিক গল্প নয়, তবে ফকনার সুলভ "ডীপ সাউথে"র সামাজিক চিহ্ন যুক্ত ফ্যান্টাসি।

"এমন একদিন" গল্প সম্ভবত হিংসার সময়ের Tiempo de violencia -র পরিপ্রেক্ষি তে। অথবা ঠিক পরবর্তী কালের পটভূমিকায় রচিত। এক সহরের মেয়র এসেছেন এক সামান্য ডেনটিস্টের কাছে। কারণ দাঁতের ব্যথা সব চেয়ে বড় বীরকে বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকেও রেয়াত করে না। স্পষ্ট ভাবে না বললেও বোঝা যায়, অল্পদিন আগে এই সহরে বা তার আশেপাশে প্রবল গৃহযুদ্ধ হয়ে গেছে। বিজয়ী পক্ষের মানুষ মেয়র সাহেবের এখন দাপট অসীম। পরাজিতদের মায়া দয়া দেখানো তাঁর স্বভাববিদ্ধে। ডেনটিস্ট বিপক্ষের মানুষ বলে বা সাধারণ মানবতাবোধের কারণে মেয়রকে ঘৃণা করেন। প্রথমে তাঁর দন্ত চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু মেয়রের মত মানুষকে ঠেকানো নিরীহ ডেনটিস্টের কর্ম নয়। তিনি শেষে বাধ্য হন, চেম্বারে যেতে, রোগীকে দেখতে। রোগী ও দন্ত চিকিৎসকের প্রাথমিক বাক্য বিনিময় এই ভাবে দেখানো হয়;

--বসুন।
--সুপ্রভাত--মেয়র বললেন।
--সুপ্রভাত--বললেন ডেনটিস্ট।
এই সামান্য, সংক্ষিপ্ত ক'টি কথার আড়ালে নিহিত আছে কয়েক বছরের কয়েক দশকের কয়েক শতাব্দীর কলম্বিয়ান ইতিহাস।

মেয়র ডেনটিস্টের চেম্বারে রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন, যে চেয়ারে বসে সব চেয়ে শক্তিশালী মানুষও কিছুটা অসহায় হয়ে পড়ে। যেমন পড়ে নাপিতের সেলুনে, চুল দাড়ি কাটার সময়। কোনো কোনো গল্পে আছে ছেলে নাপিত সেজে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। ডেনটিস্ট কি তেমন কিছু করে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন? কিন্তু তিনি কেবল বিনা অ্যানাসথিসিয়া দাঁত তোলেন। মেয়রের সাময়িক কষ্ট ডেনটিস্টের দলের বিশজনের মৃত্যুর দাম শোধ করবে। তার বেশিকিছু নয়। আর সব আগের মতই চলবে। ডেনটিস্ট বিল মেয়রের বাড়িতে বা মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে পাঠাতে পারেন। দুই-ই সমান। অলিগার্কি কি ভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রকে কবজা করে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে এই যেন প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না" গল্পে আমরা দেখেছি, একটি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা ইচ্ছে করেছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানেও যেন তাই। তবু নাটকীয়তাহীন, সহজ, সরল এই কাহিনীর মাধ্যমে কলম্বিয়ান রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমন বোধ হয় আর কোথাও হয় নি।

অলিগার্কির আর এক উদাহরণ, মার্কেসের দীর্ঘ গল্প, Los funerales de mama grande মামা গ্রান্দে, বিগ মামা, ঠাকুমার শ্রাদ্ধ। মামা গ্রান্দে প্রায় অলিগার্কির প্রতীক স্বরূপ। তাঁর কতখানি জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি তাঁর হাতে, তার সঠিক হিসাব কেউ জানত না। মাকোন্দো অঞ্চলে তিনিই সব কিছু। রাষ্ট্র বলতে তাঁকেই বোঝায়।

বাড়ির ভেতরেকার করিডরে বসে ঠাকুমা নিজে খাজনা নিতেন; তাঁর জমিতে বাস করার অধিকারের বিনিময় একই ভাবে এক শতাব্দীর বেশিধরে তাঁর পূর্বপুষেরা বর্গাদারদের পূর্বপুষদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। খাজনা নেয়ার তিনদিন পার হয়ে গেলে উঠোন শুয়োর, টার্কি আর মুরগিতে ভরে যেত। জমিতে ফলানো ফলে যে অংশ মালকিনের পাওনা, তা উপহার হিসাবে রেখে যাওয়া হত। ঐতিহাসিক কারণে এই জমিদারির সীমানার মধ্যেই ছিল মাকোন্দো জেলার মানুষের বড় অংশের বসবাস আর রমরমা। মিউনিসিপ্যালিটির সদর দপ্তরও ছিল এখানেই। ফলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে ঐ এলাকায় যারা বাড়ি করেছিল, তাদের নিজেদের বাড়ির ইট সুরকি বাদে আর কিছুর উপর বিশেষ মালিকানা স্বত্ব মানা হত না। কারণ জমির মালকিন ত ঠাকুমা। তিনি এর জন্য ভাড়ার টাকা পেতেন। যেমন শহরের মানুষ রাস্তাঘাট ব্যবহারের জন্য সরকারকে ট্যাক্স দেন। (৫)

কেবল জাগতিক বিষয় সম্পত্তি নয়। যাবতীয় নাগরিক সুলভ সৎগুণের ঠিকা নিয়েছেন ঠাকুমা। মৃত্যুকালে তিনি যে উইল করেন, তাতে তাঁর "অদৃশ্য সম্পত্তির তালিকা" -ও স্থান পায়।

মাটির নিচের সম্পদ, দেশের জল, জাতীয় পতাকার রঙ, রাষ্ট্রিয় সার্বভৌমত্ব। প্রচলিত রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার। নাগরিকের স্বাধীনতা, প্রথামত বিচার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রশক্তি, তৃতীয়ত বিতর্ক, সুপারিশের চিঠি। রূপের রানিরা, আধ্যাত্মিক কথাবার্তা, বিশাল মিছিল। আন্দোলন, সম্ভ্রান্ত কুমারীরা, দক্ষ ঘোড় সওয়ারের দল,সামরিক ইজ্জত। তার উচ্চগৌরব। সুপ্রিম কোর্ট। যে সব জিনিস আমদানি করা নিষেধ। উদার মহিলারা। মাংস সংক্রান্ত সমস্যা, ভাষার পবিত্রতা। পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার যোগ্য উদাহরণ, আইন ব্যবস্থা,স্বাধীন অথচ দায়িত্বশীল প্রেস। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাথেন্স জনমত, গণতন্ত্র, শিক্ষা, খৃষ্টান নীতিবোধ, মুদ্রার অভাব, আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকার। কম্যুনিস্ট বিপদ। জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম, প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য। বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা, সমর্থন জানানো বার্তা (৬)

এই বিচিত্র তালিকার অন্তরালে খুঁজে পাওয়া যায় কয়েক শতাব্দীর কলম্বিয়ান, তথা ল্যাতিন আমেরিকান ইতিহাস। আমরা দেখেছি, কলম্বিয়ার রাজধানী বগোতাকে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাথেন্স বলা হত। কিন্তু মার্কেস অন্তত প্রথম দর্শনে এই নগরের প্রতি আকৃষ্ট হননি। এখানে কথাটা নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। " যে সব জিনিস আমদানি করা নিষেধ.... স্বাধীন অথচ দায়িত্বশীল প্রেস" ইত্যাদির মধ্যে সম্ভবত লিবারাল বনাম রক্ষণশীল সাবেক বিতর্কের ইঙ্গিত

রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, লিবারালরা মুক্ত বাণিজ্য আর রক্ষণশীল সংরক্ষণ নীতির পক্ষে ছিল।

তাছাড়া লিবারালরা স্বাধীন প্রেস আর রক্ষণশীলরা "দায়িত্বশীল" অর্থাৎ কার্যত সেনসার নিয়ন্ত্রিত প্রেসের সপক্ষে ছিল। ঠাকুমার উইল যেন দুই পক্ষের শাসক শ্রেণীর দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয়, "সিনথেসিস" - "কম্যুনিস্ট বিপদ" নিয়ে স্থানীয় অলিগার্কি ও তাদের মার্কিন মুবিবদের মাথা ব্যথা, ঠান্ডা যুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকে "বগোতাজো" থেকে সু করেদেশেরেসব বিপত্তির জন্য কম্যুনিস্টদের দায়ি করা। Alliance for Progress ইত্যাদির মাধ্যমে কলম্বিয়াকে "মুক্ত দুনিয়া"র সামিল করার চেষ্টা। ড্রাগ বিরোধিতার নামে গেরিলা বিরোধী অভিযান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ। কলম্বিয়ার ক্ষেত্রে এ সব মার্কিন উদ্যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। সাধারণভাবে অলিগার্কি যে নীতিবাক্যের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একচেটিয়া ক্ষমতা আড়াল করতে চায়, নানা প্রসঙ্গের বিচিত্র তালিকা যেন তারই দর্পণ।

কাহিনীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ঠাকুমার মৃত্যুতে সারা দেশ তোলপাড় হল। কেবল মাকোন্দো অঞ্চল নয়, রাজধানী পর্যন্ত, এমন কি বিদেশেও তার ঢেউ ছড়াল। প্রেসিডেন্ট জাতীয় ছুটি ঘোষণা করলেন, শোক দিবস উপলক্ষে। স্বয়ং ক্যাথলিক জগতের আধ্যাত্মিক গু পোপ গন্ডোলা অথবা ভেনিস মার্কা প্রমোদ তরণীতে চড়ে রোম থেকে কলম্বিয়ায় এলেন, ঠাকুমার শ্রাদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে। শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে। তবে রাষ্ট্র ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম যে অলিগার্কির পক্ষে, (তোরেজির মত বিপ্লবী ধর্মযাজকেরা ও লিবারেশন থিওলজির প্রবক্তারা যাই বলুন না কেন) সে সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠাকুমার মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর বিশাল, সযত্নে গড়ে তোলা ও রক্ষা করা সাম্রাজ্যে ভেঙে পড়ে। তাঁর ভাইপোরা সে উত্তরাধিকার রক্ষা করতে পারে না।

কেউ খেয়াল করেনি, মৃতদেহ বেরোতে ঠাকুমার ভাইপো, পুষ্যি, আশ্রিত আর কাজের লোকেরা সব দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বাড়ি ভাগের আগ্রহে দরজা খুলে ফেলল আংটা থেকে, টেবিলের বোর্ড তুলে দিল। সিমেন্ট খুঁড়ে তুলল। "যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন কয়েক জন বুঝতে পেরেছিল, যে তারা এক নব যুগের জন্ম দেখেছে। খাঁটি মানুষ হিসাবে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ঠাকুমার সীমাহীন রাজ্যের যে কোনো অংশে তাঁবু খাটাতে পারে। কেন না একটি মাত্র মানুষ তাদের বাধা দেবার হিম্মত রাখতেন। তিনি লেডের ডালার নিচেধুলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। (৭)

"সারা এরেন্দিরা ও তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য কাহিনী" নামক বড় গল্প বা নভেলেটেও কেন্দ্রবিন্দু এক ভীতিজনক, তাক লাগানো পেত্রিয়ার্ক। এরেন্দিরার ঠাকুমার অবশ্য মামা গ্রান্দের মত বিরাট সাম্রাজ্য নেই। কিন্তুতিনি একাই একশ। এরেন্দিরার ঠাকুমা কিশোরী নাতনিকে অসংখ্য পুষের কাছে দেহ বেচতে বাধ্য করে হারানো সম্পত্তি ফিরে পেতে চান। এরেন্দিরা তার প্রেমিক ইউলিসিসের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় চেষ্টা করে। ঠাকুমার অনুরোধে পুলিশ মিলিটারি তাদের ধরে আনে। এ ক্ষেত্রেও অলিগার্কির। এমন কি ভূতপূর্ব অলিগার্কির (এরেন্দিরার ঠাকুমা সেই মুহূর্তে আর বড় দরের প্রেমিকাকে পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসাবে এরিন্দিরার ঠাকুমাকে হত্যা করে। কিন্তু এরেন্দিরাকে সে পায় না। এরেন্দিরা একা নিদ্দেশ হয়ে যায় চিরতরে।

এরেন্দিরার বিচিত্র আচরণের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সে কি ইউলিসকে সত্যি সত্যি ভালবাসত না? কেবল ঠাকুমার হাত থেকে মুক্তির উপায় মনে করেছিল? সে কি হত্যার ব্যাপারটা ভাল ভাবেনিতে পারে নি? যদিও সে নিজেও তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরেন্দিরার মত মেয়ের পক্ষে কি একাকিত্ব স্বাধীনতার একমাত্র রূপ? আম জনতার সঙ্গে নেতাদের, এমন কি র্যাডিকাল নেতাদের দূরত্বের ইঙ্গিত কি এখানে মেলে?

দুই সম্রাজ্ঞি তুল্য বৃদ্ধার মৃত্যু। মামা গ্রান্দের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়া কি "নব যুগের জন্ম", অলিগার্কির অবসানের প্রতীক? স্প্যানিশ শাসন শেষ হওয়ার পর থেকেই এক ক্রিওলো অভিজাততন্ত্র কলম্বিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যত্র কম বেশি রাজত্ব করেছে। আমরা দেখেছি গৃহযুদ্ধ, ছয় দশকের গেরিলা যুদ্ধ। এমন কি মার্কিন টুপ্তপুক্রন্তন্দ ন্দ্রপ্সজ তুজপ্সঞ্জজন্দ্বব্দ্দ এই আলিগার্কির গায়ে তেমন আঁচড় কাটতে পারেনি। মুখ পালচেছে, ব্যবস্থা অক্ষত রয়ে গেছে। "নব যুগের জন্মে"র মধ্যে আয়রনি নিহিত থাকতে পারে।

Tiempo de violencia, হিংসার সময় নিয়ে মার্কেসের সব চেয়ে সরাসরি লেখা রচনা সম্ভবত "মন্তিয়েলের বিধবা' নামের ছোটগল্প। মন্তিয়েল ঐ যুগের টিপিকাল প্রথম প্রজন্মের অলিগার্ক। সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে তিনি বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন রাজনীতিকে ডাকাতির হাতিয়ার করে। যে দল একটি এলাকা দখল করত, তারাই বিপক্ষের ধনীদের খুন করে অথবা ভয় দেখিয়ে দেশ ছাড়া করে শত্রু সম্পত্তির দখল করে বসত। মন্তিয়েল এ ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি কোন দলেছিলেন তা বলা হয়নি। তবে এ ব্যাপারে লিবারাল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে খুবল একটা তফাত ছিল না। মন্তিয়েল সবাইকেই খুশি রেখেছিলেন। দন সাবাসের মত। কাহিনী শু হওয়ার আগেই মন্তিয়েলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মত মানুষ খুন হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু এবারও মার্কেস নাটকীয়তা এড়িয়ে গেছেন। হোসে মন্তিয়েল মারা গেলেন দোসরা আগষ্ট, ১৯৫১ সালে। হিংসার ভরা জোয়ারের কালে, শান্তিপূর্ণ ভাবে বিছানায় শুয়ে। মন্তিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য রোদে বরফের মত গলে গেল। যেমনটা হয়েছিল মামা গ্রান্দের বেলায়। মন্তিয়েলের দুই মেয়ে প্যারিসে, ছেলে জার্মানিতে কূটনীতিবিদ। পিতৃবন্ধু কারমাইকেলের অনুরোধেও মন্তিয়েল পুত্র দেশে ফিরল না। কারণ পৈতৃক সম্পত্তির তুলনায় পৈতৃক প্রাণের মূল্য বেশি। মন্তিয়েলের বিধবা পত্নী (তার নাম বলা হয়নি) একা শান্ত ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দিবা স্বপ্নে তাঁর সামনে দেখা দিলেন মামা গ্রান্দে, আসন্ন মৃত্যুর ভবিষ্যত বাণী নিয়ে। আগেই দেখেছি, মার্কেসের চরিত্ররা একাধিক রচনায় দেখা দেয়। মন্তিয়েলের সঙ্গে মামা গ্রান্দের আত্মিক যোগও তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মন্তিয়েলের নামহীন বিধবা। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য, বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতা। আগে বাবা মা তাঁকে বাস্তব থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে মন্তিয়েল সে কাজ করেছিলেন। হয়ত হিসপানিক বড় ঘরের বউ -ঝির পক্ষে এটাই রেওয়াজ। বাবা মা কিশোরী মেয়েকে মন্তিয়েলের মত পুষশ্রেষ্ঠর হাতে তুলে দিয়েছিলেন মেয়ে যাতে আর কোনো পাণিপ্রার্থীর প্রতি আকৃষ্ট না হতে পারে। সে দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। স্পষ্ট করে বলা না হলেও মনে হয়, এই বিয়ের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক লেনদেনের ব্যাপার ছিল।

বিয়ের পর সেনোরা মন্তিয়েল একজন গতানুগতিক হিসপানিক স্ত্রীর মত স্বামীকে ভালবাসতে শিখলেন। কেবল তাই নয়, তাঁকে দেবতাজ্ঞানে প্রায় পূজা করতেন। বিধবা হওয়ার পর তিনি আশা করেছিলেন, সহরসুদ্ধ লোক তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে আসবে। ফুলে ফুলে কফিন ভরে যাবে। চারদিকে যে নারকীয় কান্ড

চলছে, সেনরা মন্তিয়েল তার কথা জানতেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না যে মন্তিয়েলের এ সবের জন্য কোনো প্রত্যক্ষ দায় বা দোষ আছে। তাঁর মতে, মন্তিয়েলের একমাত্র দুর্বলতা, বন্ধু মেয়রের কার্য কলাপ কড়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা। তিনি বেশ কয়েকবার এনিয়ে স্বামীকে সাবধান করেছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন। মন্তিয়েল টিপিকাল হিসপানিক পুষ সুলভ মনোভাব দেখিয়ে স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রান্নাঘরে ফিরে যেতে। বৃহত্তর পৃথিবীর ব্যাপারে নাক গলানো মেয়েদের কাজ নয়।

মন্তিয়েলের বিধবা সম্বন্ধে লেখকের ও পাঠকের দ্বৈত মনোভাব লক্ষণীয়। এই অসহায়, নির্দোষ, নিঃসঙ্গ মহিলাকে আমরা সহানুভূতি না জানিয়ে পারি না। অন্য দিকে এতখানি মূঢ়তা, অন্ধতায় বিস্ময় ও বিরক্তি না জাগিয়ে পারে না। যদি আমরা এটাকে যাদু বাস্তববাদের অঙ্গ হিসাবে ধরেও নিই এ গল্পে অবশ্য একেবারে শেষে মৃতা মামা গ্রান্দের আবির্ভাব ছাড়া বিশেষ যাদু নেই। সেনোরা মন্তিয়েল কি সেই বৃহত্তর কলম্বিয়ান সমাজের প্রতীক, যে সমাজ অলিগার্কির কুকীর্তি মেনে নেয়, চোখ বন্ধ করে থাকে? তিনি এবং গোটা দেশ, প্রতিবাদীদের বাদ দিয়ে, কি একই সাথে রাজনৈতিক অপরাধের "ভিকটিম" বা শিকার ও অচেতন ভাবে সহযোগী, "অ্যাকমপ্লিস"? গল্পের পরিণতিতে মামা গ্রান্দের প্রেত বা স্বপ্ন-মূর্তির সঙ্গিনী হয়ে সেনোরা মন্তিয়েল বাস্তবকে একেবারেই বিদায় দেন।

শাসক শ্রেণীর রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে উঠেছে "মৃত্যুর ওপারে একনিষ্ঠ প্রেম" নামক কাহিনীতে। সেনেটর ও নেসিমো মার্কোজ একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। স্থানীয় অলিগার্কির সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। কিন্তু তাঁর কোনো সত্যিকারের সঙ্গী নেই। নেই নিজের উপর বিশ্বাস। ভয় সেনেটরকে ভেতর থেকে কুরে খায়, মৃত্যুর ভয়, নিঃসঙ্গতার ভয়। এলিয়ট যাদের Hollow men বলেছেন। টলস্টয় "আইভান ইলিচের মৃত্যু" নামক বড় গল্পে মৃত্যুর মুখোমুখি যে আত্মদর্শন দেখিয়েছেন, সেনেটরের অবস্থা ও অবস্থান হয়ত যে সবের সঙ্গে তুলনীয়।

নেলসন ফারিনা তার পরমা সুন্দরী, অষ্টাদশী কন্যা লরাকে সেনেটরের কাছে পাঠাল। উদ্দেশ্য, তার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্র জোগাড় করা, যা থাকলে Devil's Island থেকে পলাতক, ফেরারি আসামি নেলসন নিশ্চিন্ত ভাবে কলম্বিয়াতে বাস করতে পারবে। সেনেটর স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ হয়ে লরাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখা গেল, তার দেহ আবৃত chastity belt নামক বর্মে। চাবি তার বাবার কাছে। নেলসন পরিচয় পত্র পেলে তবে চাবি দেবে। এরেন্দিরার কাহিনীর মত এখানেও রূপ-যৌবন পণ্য।

এ পর্যন্ত পরিচিত ও প্রত্যাশিত ছক। কিন্তু এবার যা ঘটল তা অন্য রকম। সেনেটর রেগে গেলেন না অথবা নেলসনের সঙ্গে আপস করলেন না। বরং লরাকে বললেন, চুপচাপ তাঁর পাশে শুয়ে থাকতে, বর্ম পরা অবস্থায়, অক্ষত কৌমার্য নিয়ে। "একা থাকার সময় কোনো সঙ্গী থাকা ভাল।" একথা সেনেটর বলেন লরাকে। অর্থাৎ যৌন কামনার চেয়ে বড় মানুষের সঙ্গ। আমরা সেনেটরের একাকিত্বের গভীরতা অনুমান করতে পারি। তিনি লরার বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকেন। কামনার স্থান নেয় মাতৃমূর্তির কাছে আত্মসমর্পণ। এ রকম আমরা দেখি কিছুটা "এক পেত্রিআর্কের হেমন্তে।"

ছ'মাস এগার দিন এভাবে কাটাবার পর সেনেটরের মৃত্যু হয়। কেলেঙ্কারিতে দেশ ভরে যায়। সেনেটর কি ছ'মাস ধরে এ ভাবে শুয়েছিলেন? তাহলে ত ব্যাপারটা যাদু বাস্তববাদের পর্যায়ে চলে যায়।

মন্তিয়েলের বিধবা পত্নীর মত সেনেটরকে আমরা দু'ভাবে দেখতে পারি। এক দিকে তিনি নীতিহীন ও সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতীক ও প্রতিভূ। "আমাকে ভোট দিয়ে জেতালে ব্যবসা বাণিজ্যের ভাল হবে। এ অঞ্চলে সমৃদ্ধি আসবে।" এ জাতীয় কথা বলে ভোট কুড়ানো তাঁর পেশা। গরিবদের বিদ্ধে তিনি, এলিটের বন্ধু। আবার তাঁর একাকিত্ব, মৃত্যুর সামনে ধূসর নিঃসঙ্গতা, এক ভাবে আমাদের মনে নাড়া দেয়।

মার্কেস নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময় মার্কিন প্রেসের একাংশ, কম্যুনিজম বিরোধিতা যাদের অবসেশন বলা যায়, মন্তব্য করেছিল,"বিপ্লবের দিকে ঝোঁক এমন এক সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেলেন।" যাকে সরাসরি বিপ্লব নিয়ে সাহিত্য রচনা বলে, মার্কেস তেমন কিছু করেন নি বললেই চলে। মার্কেসের সহপাঠি শহিদ কামিলো তোরেজকে নিয়ে লেখা একটি ইংরিজি উপন্যাস আমি পড়েছি। ল্যাতিন আমেরিকারই অন্যান্য লেখক আরো সরাসরি স্পষ্টভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক পক্ষে কলম ধরেছেন। মার্কেস অন্যতম রাজনৈতিক সাহিত্যিকদের একজন। যে উপাদান থেকে হতাশা আসতে পারত, ছোটগল্প ও অন্যত্র তাকে জীবনমুখী করে মার্কেস প্রগতি ও সংগ্রামের ইন্ধন সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com